২.৮ অনুবিভাগ-৮: (এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি)

২.৮.১ পটভূমি:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এশিয়া মহাদেশের জাপান ব্যতীত বিভিন্ন দেশ বিশেষত দুরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ব্যতীত অন্যান্য সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ০৬ (ছয়)টি অধিশাখা ও ০২ (দুই)টি শাখা নিয়ে গঠিত এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগ (উইং-৮) বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে এর উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে যাচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক খাতে বিভিন্ন উন্নয়মূলক কর্মকান্ডের পৃষ্ঠপোষকতা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখার মাধ্যমে এ অনুবিভাগ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অব্যাহতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন এশীয় দেশ ও সংস্থার ঋণ ও অনুদান সহায়তা এবং কারিগরি সহায়তা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রতিপালনের পাশাপাশি এশিয়া মহাদেশের ১১ (এগার)টি দেশের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন আয়োজনসহ এসব কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারক করা এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ASEAN ভূক্ত দেশসমূহ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উন্নতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এসব দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগের গুরুত্ব উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে এ অনুবিভাগের মাধ্যমে যেসব দেশ ও সংস্থার সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে ভারত, চীন, দক্ষিণ-কোরিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (এসডিএফ) প্রনিধানযোগ্য। এছাড়া ভারত, দক্ষিণ-কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

২.৮.২ এশিয়া, জেইসি ও বৃত্তি অনুবিভাগ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ

২.৮.৩ ভারত

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত, বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্বেও নিকটতম প্রতেবেশী দেশ দু'টি, সাম্প্রতিক সময়ে দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সফরকালে বন্ধুপ্রতীম দু'টি দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। এ সফরকালে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্ন খাতে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয়। এসব খাতের মধ্যে বাংলাদেশের সড়ক ও রেল পরিবহণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর স্থাপনে বাংলাদেশকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নমনীয় ঋণ প্রদান অন্যতম।

২.৮.৪ ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত যৌথ ইশতেহারের আলোকে ২০১০ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের "ডলার ক্রেডিট লাইন এগ্রিমেন্ট"

স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ভারত সরকার এ ঋণ হতে ২০০ মি: মা: ড: অনুদান হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে বর্তমানে ভারতীয় নমনীয় ঋণের পরিমাণ ৮০০ মি: মা: ড:। এ ঋণের আওতায় বাংলাদেশ সরকার পরিবহণ ও নদী ব্যবস্থাপনা খাতে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে গৃহীত অতিগুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের বর্ণনা নিম্নরূপ:

i. Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail Lines

বাংলাদেশ রেলওয়ের তত্বাবধানে ঢাকা-চট্টগ্রাম/সিলেট রেলপথের ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ১২০ মি: মা: ড: ব্যয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ও ভারতীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ দু'টি সেতু নির্মাণ শেষ হলে আলোচ্য রেলপথে অধিক সংখ্যক রেল চলাচলে সক্ষম হবে। তাছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রুটে ভ্রমণের সময় অনেক সাশ্রয় হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

ii. Procurement of 6nos. Dredgers and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1No. BIWTA-3 Nos., BWDB-2Nos.)

নদী ব্যবস্থাপনা খাতে মংলা পোর্টের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটির আওতায় একটি ড্রেজার ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মংলা পোর্ট ও ভারতীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মংলা বন্দরের কার্যকারীতা বৃদ্ধিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

iii. Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study

খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত সরাসরি আধুনিক মানের রেলপথ স্থাপনের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ১৭৫ মি: মা: ড: বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মংলা বন্দরের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে যা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনার পাশাপাশি আঞ্চলিক ট্রানজিটের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

iv. Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution(BSTI)

বিএসটিআই এর পরীক্ষাগার আরও মানসম্মত করার লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ২৪৭৬২. মি: মা: ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিএসটিআই এর পরীক্ষাগারটির অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

v. Construction of 3rd& 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section and Doubling of Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section including signaling works on Bangladesh Railway

বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ১২৩.১০ মি: মা: ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-টঙ্গী সেকশন ও টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে অধিক সংখ্যক রেল চলাচলে সক্ষম হবে। তাছাড়া ঢাকা-টঙ্গী ও ঢাকা-জয়দেবপুর রুটে ভ্রমণের সময় অনেক সাশ্রয় হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

vi. Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway

বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনে রেল লাইন নির্মাণের লক্ষ্যে ভারতীয় নমনীয় ঋণ হতে ৫৪.৪১ মি: মা: ডলার বরাদ্দে আলোচ্য প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কুলাউড়া-

শাহবাজপুর সেকশনে অধিক সংখ্যক রেল চলাচলে সক্ষম হবে। তাছাড়া কুলাউড়া-শাহবাজপুর রুটে ভ্রমণের সময় অনেক সাশ্রয় হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

ইতোমধ্যেই ২০১০-১১, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮০০ মি: মা: ড: ভারতীয় নমনীয় ঋণের সমুদয় অর্থেই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পগুলি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের একটি পূর্নাঙ্গ তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

Ongoing Project List under LoC

(Figures in million US$)

Sl. No.	Name of Projects	Total Cost	LoC Part
1.	Procurement of Double Decker,Single Decker AC and Articulated Buses for BRTC	43.96	36.85
2.	Procurement of 180 (165) BG Tank Wagons and 6 Bogie brake vans	25.55	17.38
3	Procurement of 50 nos. MG Flat wagon(BFCT) and 5nos. MG Brake Van with Air Brake for carrying Container	4.88	3.28
4.	Procurement of 30 (16) nos. Broad Gauge(BG) Diesel Electric (DE) Locomotives.	87.16	60.95
5.	Procurement of 10 nos. Broad Gauge (BG) Diesel Electric (DE) Locomotives.	46.55	33.05
6.	Procurement of 100 (81) nos. MG bogie tank wagon and 5nos. MG brake van with air brake equipment for carrying aviation fuel.	11.05	7.43
7.	Procurement of 170 nos. MG Flat wagon (BFCT) and 11nos. MG Bogie Brake Van (BBV) with Air brake system for carrying container.	15.09	10.73
8.	Procurement of 1nos. Dredgers and Ancillary Crafts & Accessories for Ministry of Shipping (Mongla Port-)	11.86	8.52
9.	Construction of Khulna-Mongla Port Rail line including feasibility study.	250	175
10.	Construction of 2nd Bhairab and 2nd Titas Bridge with Approach Rail Lines.	139.32	120.00
11.	Construction of 3rd& 4th Dual Gauge track between Dhaka-Tongi section and Doubling of Dual-Gauge Track between Tongi-Joydevpur section including signaling works on Bangladesh Railway	149.00	123.10
12.	Procurement of 120 nos. BG Coaches	130.59	95.15
13.	Modernization and Strengthening of Bangladesh Standards and Testing Institution(BSTI)	3.77699	2.4762
14.	"Rehabilitation of Kulaura-Shahbazpur section of Bangladesh Railway"	63.30	54.41
15.	Replacement and modernization of signaling and interlocking system of 03 stations of Ashuganj-Akhaura section in east zone of Bangladesh Railway	4.87	3.63
Total		**986.95**	**751.95**

২.৮.৫ স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে স্বল্প মেয়াদ ও ব্যয়ের কতিপয় প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোক ভারত বাংলাদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বেকার শ্রেণীর কর্ম সংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ প্রভৃতি খাতে সর্বোচ্চ ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি প্রকল্পে অনুদান প্রদান করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা এসব প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকিসহ স্থানীয়ভাবেই এসব প্রকল্পের অর্থায়ন করবে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি অর্থবছরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্পে অর্থায়নের প্রস্তাব ইআরডি'তে পাঠাবে

এবং বাংলাদেশ সরকার এর আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে পরবর্তীতে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে আলাদা আলাদা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ অথচ স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ভারতীয় অনুদান সহায়তায় অত্যন্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় রাজশাহী, খুলনা ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩টি পৃথক প্রকল্পে ৫৮.২৪ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি জানিয়েছে। এছাড়া আরো ৪টি প্রকল্পে ভারতীয় অনুদান সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.৮.৬. আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ নির্মাণ

বাংলাদেশের আখাউড়া হতে ভারতের আগরতলা পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে ভারত অনুদান সহায়তা ও কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে আলোচ্য রেলপথটি নির্মাণ করবে। এক্ষেত্রে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে অনুদান হিসাবে ২৮ মি: মা: ড: প্রদান করবে। এ রেলপথটি স্থাপিত হলে আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা ব্যাপক গুরুত্ব বহন করবে। পাশাপাশি এ রেলপথ চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দু'দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যৌথ প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পটির নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে মর্মে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে।

২.৮.৭ চীন

চীন সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পে Chinese Government Concessional Loan, Preferential Buyer's Credit, Interest Free Loan এবং অনুদান দিয়ে থাকে। চীন ও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে বিনিময় পত্র স্বাক্ষর করে থাকে।

২.৮.৮ বিনিয়োগ প্রকল্পঃ

i. Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant:

চীনা আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক "Padma (Jashaldia) Water Treatment Plant" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে ২২৬.৮০ মি: মা: ড: Chinese Government Concessional Loan (CGCL) এবং Preferential Buyer's Credit (PBC) ৬৪.০০ মি: মা: ড: ঋণচুক্তি দু'টি গত ০৭ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা শহরের সুপেয় পানির ঘাটতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

ii. Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের "Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিগত ১৩ মার্চ, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ চীন সরকার বাংলাদেশ সরকারকে আরএমবি ইউয়ান ৮৬০,০০০,০০০ (আটশত ষাট মিলিয়ন/১৩৩ মি: মা: ডলার) Chinese Government Concessional Loan (নমনীয় ঋণ) প্রদান করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরকে পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া, সরকারের "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এ প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২.৮.৯ অন্যান্যঃ

- চীনের নমনীয় ঋণের সহায়তায় বর্তমানে মোট ০৪(চার)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মোট ঋণের পরিমাণ ১১৯৪.৮০ মি: মা: ডলার।

- চীনের সম্পূর্ণ অনুদানে ০১ (এক)টি এবং সুদমুক্ত ঋণ ও অনদানে আরও ০১(এক)টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে চীনের আর্থিক সহায়তায় কোন ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। তবে ২৩-০২-২০১৪ তারিখে ২০০.০০ মি: আরএমবি ইউয়ান/৩৩.১১ মি: মা: ডলার এবং ০৯-০৬-২০১৪ তারিখে ৩০০.০০ মিলিয়ন আরএমবি ইউয়ান/৫০.০০ মি: মা: ডলার মোট ৫০০.০০ মি: আরএমবি ইউয়ান/৮৩.১১ মি: মা: ডলারের ০২ (দুই)টি অনুদান সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.৮.১০ চীনা আর্থিক সহায়তার সাধারণ শর্তাবলীঃ

ঋণের ধরণ	সুদের হার	গ্রেস পিরিয়ড	রিপেমেন্ট পিরিয়ড	মুদ্রা	কমিটমেন্ট ফি	ম্যানেজমেন্ট ফি	অন্যান্য
চীনা সরকারি নমনীয় ঋণ	২%	৫ (পাঁচ) বছর	১৫ (পনের) বছর	রেনমিনবি (আরএমবি) ইউয়ান	০ %২. শতকরা) শূন্য দশমিক দুই ভাগ	০ %২. শতকরা শূন্য) দশমিক দুই ভাগ	১. চীন সরকার ঠিকাদার মনোনয়ন করে থাকে; ২. ঋণচুক্তি কার্যকর হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ফি পরিশোধ করতে হবে; প্রকল্পের মালামাল, কারিগরি সহায়তা, সেবা অগ্রাধিকার হিসেবে চীন থেকে ক্রয় করতে হবে।
প্রেফারেন্সিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট	২%	৫ (পাঁচ) বছর	১৫ (পনের) বছর	মার্কিন ডলার	০ %২. শতকরা) শূন্য দশমিক দুই ভাগ	০ %২. শতকরা শূন্য) দশমিক দুই ভাগ	- ঐ -
সুদমুক্ত ঋণ-	শূন্য	৫ (পাঁচ) বছর	১০ (দশ) বছর	রেনমিনবি (আরএমবি) ইউয়ান	-	-	-

নোট: এ সকল শর্তাবলী আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২.৮.১১ চীনা আর্থিক সহায়তায় আগামী ৫ (পাঁচ) বছরে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকা প্রণয়নঃ

বাংলাদেশ সরকারের ১১ (এগার)টি অগ্রাধিকার প্রকল্পের একটি তালিকা চীনা অর্থায়নের জন্য বিগত ১৮-০৯-২০১৪ তারিখে স্থানীয় চীনা দূতাবাসে প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

Subject: Proposed Projects under different Ministries for Chinese Assistance (Concessional Loan) for next 5 years (2014-18)

(Revised as on 18-09-2014).

Sl. No.	Name of the Project	Ministry/Div./Agency	Estimated Cost (US $ in million)	Remarks
1.	Development of National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase III (Info-Sarkar).	Information & Communication Technology	150.00	Indentified as priority project during VVIP visit.
2.	Rajshahi WASA Surface Water Treatment Plant Project.	Local Government Division	500.00	-Do-
3.	Installation of "Unit-2 of Eastern Refinery Ltd" and "Single Point Mooring (SPM)"	Energy and Mineral Resources Division	ERL-PDPP not yet submitted SPM-334.17	-Do-
4.	Construction of Tunnel under the river Karnaphuli.	Bridge Division	702.64	MoU signed during VVIP visit
5.	Establishment of Full Fledged 05 (Five) TV Station of Bangladesh Television.	Ministry of Information	127.88	Priority Project as per the previous list
6.	Replacement of overloaded distribution Transformer for providing reliable electricity in RE system.	Power Division	230.59	-Do-
7.	System loss reduction by replacing 5 million Electro Mechanical Energy Meter with Electronic Energy Meter.	Power Division	165.98	-Do-
8.	Water Supply, Sanitation, Drainage and Solid Waste Management for small size Pourashaves) (Municipalities).	Local Government Division	150.00	-Do-
9.	Construction of New Inland Container Depot (ICD) near Dhirasram Railway Station.	Railways	200.00	-Do-
10.	Reinforcement Rehabilitation and Augmentation of 33/11 KV substations under DPDC.	Power Division	239.09	-Do-
11.	Reinforcement and Augmentation of 132/33 KV Grid Sub stations under DPDC area.	Power Division	109.96	-Do-

২.৮.১২ দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী দক্ষিণ কোরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়ার আবির্ভাব খুব বেশি দিনের না হলেও বাংলাদেশের প্রাধিকার ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার নিম্নবর্ণিত দু'টি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকেঃ

Economic Development Co-operation Fund (EDCF): ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
Korea International Cooperation Agency (KOICA): অনুদান প্রদানকারী সংস্থা

বর্তমানে মোট চলমান প্রকল্প সংখ্যা-

- EDCF – এর ৭টি **(Annex -1)** ।
- KOICA – এর ৫টি **(Annex -1)** ।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে EDCF–এর সঙ্গে (দুই)টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর সহায়তার পরিমান ১১৪.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িতব্য Installation of Wireless Broadband Network for Digital Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটির ঋণ চুক্তি গত ০২.০৮.২০১৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটির নমনীয় ঋণের পরিমান ৭৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল অত্যাধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রচলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়ন ও প্রসার।

- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িতব্য Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)" এবং 'Integrated Maritime Navigation System (IMNS) শীর্ষক প্রকল্পটির ঋণচুক্তি গত ০২.০৮.২০১৩ তারিখ স্বাক্ষিরিত হয়। প্রকল্পটির নমনীয় ঋণের পরিমান ৩৭.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সার্বক্ষণিক (২৪ ঘন্টা) বন্দরে জাহাজের নোঙ্গোর সুবিধা নিশ্চিত করণ; সমুদ্র উপকূলের দুর্যোগ হ্রাস ও সামুদ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন; সামুদ্রিক যান চলাচলের আধুনিকায়ন, নিরাপত্তা বিধান ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

এছাড়া, EDCF -এর আরও ৯ টি প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে ।

EDCF থেকে ২০১২-২০১৪ সময়কালে বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৬ জুন, ২০১৩ তারিখে ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত একটি **Framework Arrangement** স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ২০১৪- ২০১৭ অর্থবছরের জন্য ৩৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা সংবলিত একটি **Framework Arrangement** স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান EDCF বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত সহজশর্তে ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নমণীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

EDCF -এর ঋণের সহায়তার প্রদান শর্তাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) সুদের হার	:	০.০১% (সরল)
(খ) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ	:	৪০ বছর (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ)
(গ) সার্ভিস চার্জ	:	০.১%
(ঘ) ওভারডিউ চার্জ (পেনাল চার্জ)	:	সুদের অতিরিক্ত ২.০০%
(ঙ) সুদ পরিশোধের কিস্তি	:	৬ মাস অন্তর অন্তর সুদ পরিশোধ করতে হবে
(চ) সেবা ও মালামাল সংগ্রহ	:	কোরীয় কোম্পানীর মধ্যে সীমিত দরপত্রের (Limited Competitive Bidding) মাধ্যমে
(ছ) ঋণ পরিশোধ	:	গ্রেস পিরিয়ডের পরে অর্থ-বার্ষিকী সমান কিস্তিতে
(জ) মুদ্রা	:	মার্কিন ডলারের বিনিময় হারে কোরীয় ওনের মাধ্যমে

EDCF Funded Ongoing Projects পরিশিষ্ট-৪ দেখুন।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে KOICAটি প্রকল্প১নিম্নবর্ণিত এর– চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে-

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে বাস্তবায়িতব্য "Modernization and Strengthening of Training Institute of Chemical Industries (TICI)" শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্প চুক্তিটি গত ১৭.১২.২০১৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে অনুদানের পরিমান ৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে গৃহীত উদ্যোগসমূহে কারিগরি সহায়তা প্রদান, বিসিআইসির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কারিগরি দক্ষতা উৎকর্ষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও লাগসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কোরিয়ার কারিগরি শিক্ষা, ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়।

KOICA –এর সঙ্গে ৪টি অনুদান চুক্তি পাইপ লাইনে রয়েছে।

KOICA সাধারণতঃ প্রতি প্রকল্পের অনুকূলে ১-৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং প্রতিবছর KOICA –এর সঙ্গে ২ -৪ টি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। এছাড়া, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৩০টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব KOICA-তে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

২১৩.৮. কোরিয়ার স্বেচ্ছাসেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কোরিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ১৬ জুন ১৯৯৩ ও ২২ আগস্ট, ১৯৯৩ তারিখে স্বাক্ষরিত নোট এবং কোরিয়ার World Friend Program (WFP)-এর আওতায় কোরিয়া থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক এবং ডাক্তারগণ বাংলাদেশে আসেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (সাধারণতঃ দু'ই বছর) বাংলাদেশে অবস্থান করে সম্পূর্ন স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পল্লী উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও কোরিয়ান ভাষা শিক্ষার কাজে সেবা প্রদান করে থাকেন। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৭০ জন কোরিয়ান বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করছেন। এছাড়া, KOICA প্রতি বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর থেকে প্রশিক্ষণের

জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রায় শতাধিক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশর মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

কোরিয়ার Knowledge Sharing Program)KSP)

কোইকার অনুদান এবং ইডিসিএফ -এর নমনীয় ঋণ ছাড়াও কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার অভিজ্ঞতা বিনিময়/প্রশিক্ষণ/উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। অনুরুপ অভিজ্ঞতা বিনিময়/প্রশিক্ষণ/উন্নয়ন সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০১২ ও ২০১৩ সালের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছিল:

বছর	অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়	অংশগ্রহণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২০১২	External debt management system	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
	Bangobandhu Sheikh Mujib International Airpot (BSMIA)	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
২০১৩	Debt Management	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
	Macroeconomic Forecasting	অর্থ বিভাগ

উল্লেখ্য উপর্যুক্ত কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ একাধিকবার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং উপর্যুক্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। অনুরুপভাবে ২০১২ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং ২০১৩ সালে এ বিভাগ ও অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর পেপার উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, KSP –এর আওতায় কোরিয়া সরকার কোন আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদান করে না। তবে, কোরিয়ার বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন-Korean Center for International Economic Studies (CIES), Korean Development Institute (KDI), Korea Fixed Income Research Institute (KFIRI), Korean Capital Market, Sookmyung Women's University (SWU) প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে KSP অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক ক্ষেত্রে কোরিয়ার উন্নততরও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন লব্ধ অভিজ্ঞতা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মকান্ডের আধুনিকায়ন ও কাজের গতিশীলতা আনয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম। অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া এগিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুতগতিতে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়া- ২ অধিশাখা নিবিড় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কোরিয়ার সুবিধাভোগী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পঞ্চদশ স্থান থেকে তৃতীয় বৃহত্তম দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশেষতঃ কোরিয়ার তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যেম আয়ের দেশে উন্নীত করতে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার মত দক্ষিণ কোরিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের প্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহে আগামী ০৩ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতা, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে এশিয়া -২ অধিশাখা তৎপর রয়েছে।

EDCF Funded Upcoming Projects:

	Project	Cost (in million US$)	Agency/ Ministry/Division	Remarks
1.	*Bhandar Juri Water Supply Project of Chittagong WASA*	97.00	Chittagong WASA, Local Government Division	Agreement has been signed on 26th November 2014.
2.	Establishment of Digital Land Management System/Ministry of Land	35.846	DLRS, M/O Land	Pledge of EDCF Loan is accepted on 31.12.2014
3.	Establishment of a Multi-disciplinary and Super-specialized Hospital at BSMMU.	130.91	BSMMU, M/o Health and Family Welfare	Draft Agreement has been received and sent for different Ministries/Division for opinion.
4.	Procurement of 20 Meter Gauge Diesel Electric Locomotives" Project.	75.00	Bangladesh Railway. M/O Railways	Project Preparation Assistance Request from for Feasibility Study has been sent to EDCF
5.	Procurement of 150 Nos. Meter Gauge Passenger Coaches	70.00	Bangladesh Railway, M/O Railways	PPA has been sent.
6.	Construction of Rail-cum-Road Bridge over the river Karnafuli at Kalurghat.	90.06	Bangladesh Railway, M/O Railways	PPA has been sent.
7.	Establishment of Simulator Centre and Procurement of Training Ship for Bangladesh Marine Academy	29.00	Marine Academy, M/O Shipping	EDCF Primarily agreed to finance
8.	Establishment of 160 Upazila ICT Training and Resource Centre for Education (UITRCE) (phase 2)	58.00	BANBEIS ,M/O Education	EDCF Primarily agreed to finance
9.	Replacement and Modernization of signaling & interlocking system of 20 stations of Ishurdi-Parabatipur section in west zone of Bangladesh Railway	28.00	Bangladesh Railway , M/O Railways	EDCF Primarily agreed to finance
Total No. of Project : 9		**Total Amount of assistance US$ 613.82 million**		

KOICA UPCOMING PROJECT

Sl. No.	Project Title	Project Aid (in million $US)	Agreement Signing Date	Implementing Agency/Ministry/ Division
	Capacity Building of the Bangladesh National Museum Project .	00.30 (Grant)		M/O Cultural Affairs
	Eye Health Care and Prevention of Blindness in Selected Areas of Bangladesh	8. 45 (Grant)	29.12.2014	M/O Health and Family Welfare
	E-Government Master plan for Digital Bangladesh.	3.20 (Grant)	29.12.2014	M/O Information and communication
	Enhancing the Vocational Training Program of TTC, Rajshahi under KOICA's DEEP Program	5.00 (Grant)		M/O of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
Total Project 4		**Total Cost US$ 16.95 Million**		

২.৮.১৪ জেইসি

বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার ১১ টি দেশের (ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা) যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি)/যৌথ কমিশন এবং দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক ও কারিগরি কমিশন গঠনের চুক্তিসহ উক্ত কমিশনসমূহের সভা আয়োজন/সভায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জেইসি শাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। সভা পরবর্তী কার্যক্রম হিসাবে খসড়া কার্য বিবরণী প্রস্তুতসহ সম্মত কার্যবিবরণী এ শাখা হতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণার্থে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম সরকারের মধ্যে যৌথ কমিশনের ২য় সভা ০৬-০৭ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় ২৪ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। অপরদিকে, ২৮ সদস্য বিশিষ্ট ভিয়েতনাম দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন, সে দেশের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব Vu Huy Hoang. সভায় পক্ষদ্বয় রাজনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প, কৃষি, পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। দু'দিনব্যাপী আলোচনা শেষে, উভয়পক্ষ বর্ণিত ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সম্মত হয়। এছাড়া, ASEAN এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতায় উভয় পক্ষ একমত পোষণ করেন। দুই দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত টেকনিক্যাল অধিবেশন শেষে দু'দেশের প্রতিনিধিদলের নেতা স্ব-স্ব দেশের পক্ষে সম্মত কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য এশিয়া দেশের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশনের ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ফলো-আপ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ-শ্রীলংকা ৫ম জেইসি সভা ১৭-১৮ নভেম্বর ২০১৪ সময়ে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হবে।

২.৮.১৪. F& F অধিশাখা

এফ এন্ড এফ অধিশাখা এশিয়া ,জেইসি ও এফ এন্ড এফ উইং এর আওতাভুক্ত। এ অধিশাখায় বিভিন্ন দেশ হতে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস হতে প্রাপ্ত বৈদেশিক ট্রেনিং, স্কলারশীপ ,ফেলোশীপ প্রভৃতি কাজের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ,নীতিমালা প্রণয়ন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন হয়ে থাকে। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রয়োজনীয় আলোচনা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে

এতদ বিষয়ে বরাদ্দকৃত সুযোগসমূহের বিপরীতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়। অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস , ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশের যাবতীয় ফেলোশীপ, সেমিনার, ট্রেনিং এ অধিশাখা তথা এর আওতাধীন শাখা হতে প্রক্রিয়াকরন করা হয়। ২০১৪ সালে Australian Development Awards-2015 এর আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় কর্মরত ৪৪ জন কর্মকর্তার চাহিত তথ্য সংগ্রহ করে ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসে পাঠানো হয়।

এছাড়াও সুইডেন-বাংলাদেশ ট্রাস্ট ফান্ড এর যাবতীয় সাচিবিক কার্যক্রম এ অধিশাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ (এগার) সদস্যের একটি কমিটি আছে যার মধ্যে দেশের ০৪ (চার) জন বেসরকারী প্রথিতযশা ব্যক্তি রয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে এক পথের বিমান ভাড়ার ভ্রমণ মঞ্জুরি এ অধিশাখার মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ ফান্ডের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩৩৮ জন শিক্ষার্থী আবেদন করে। তাদের মধ্যে থেকে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মোট ২৪৮ জনকে ভ্রমণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ-সুইডেন ট্রাস্ট ফান্ডের কারযক্রম Online-গ্রহণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে যাচাই বাছাই অব্যাহত রয়েছে।

২.৮.১৫ বৃত্তি-২ অধিশাখা

ক. প্রশিক্ষণসমূহ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ITEC (Indian Technical & Economic Cooperation) ১৪৩ জন ও TCS (Technical Cooperation Scheme) এর আওতায় ২৭ জন মোট (১৪৩+২৭)=১৭০ জন, কোরিয়া সরকার কর্তৃক প্রদত্ত KOICA (Korea International Cooperation Agency) এর আওতায় মোট ১৬০ জন, চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের আওতায় মোট ২১২ জন এবং থাইল্যান্ড সরকার কর্তৃক প্রদত্ত TICA (Thailand International Cooperation Agency) এর আওতায় মোট ০৯ জন সরকারি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. NOC (No Object Certificate) সমূহ:

বৃটিশ কাউন্সিল ও এশিয়া ফাউন্ডেশনে নিয়োগ প্রাপ্ত বিদেশী কর্মকর্তা/পরামর্শকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে Process clearance (NOC) ইস্যু করা হয়। তন্মধ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এশিয়া ফাউন্ডেশনে নিয়োগ প্রাপ্ত বিদেশী কর্মকর্তা/পরামর্শকদের Process clearance (NOC) ইস্যুর জন্য ৩টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ. ভ্রমণ ব্যয়ে সম্মতি:

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সুইডেন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) এর আওতায় মোট ১৫ জনের ভ্রমণ ব্যয় প্রদানে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

২.৮.১৬ সার্ক উন্নয়ন তহবিল:

সার্ক উন্নয়ন তহবিল বাংলাদেশের একটি নতুন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। সার্ক দেশগুলির কর্তৃক গঠিত এ তহবিলের মাধ্যমে এ সংস্থার সদস্য দেশসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন ও কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এরই অংশ হিসেবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ভুটান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ যৌথভাবে তথ্য প্রযুক্তিখাতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল এ তিনটি দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যপ্রযুক্তি সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এ প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশের জন্য ৯.৪৩ কোটি টাকার অনুদান সহায়তা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ অর্থে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ২০০ টি ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ফলে ২০০ টি

ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্রের বিপরীতে ৪০০ টি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্নধাপে এ ৪০০ জন উদ্দোক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে তথ্যসেবা কেন্দ্রগুলিকে আনুষঙ্গিক সরঞ্জামে সজ্জিত করে উদ্দেক্তাদের বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে "ভিশন-২০২১" এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

বিঃ দ্রঃ এ অনুবিভাগ (কোরিয়া) সংশ্লিষ্ট চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির তালিকা পরিশিষ্ঠ-৪ এ দেওয়া হলো।